



বাংলাদেশ দূতাবাস

ব্যাংকক

নং: ১৩৫

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

### বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকককে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ দিবস পালন

ব্যাংকক, ৭ মার্চ ২০২৪

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ দিবস পালন করে। দিনের শুরুতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মো: আব্দুল হাই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবার ও মুক্তিযুক্তে শাহাদত বরণকারী শহীদের উদ্দেশ্যে মোনাজাত ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে দূতাবাসের মিনিস্টার (কনসুলার) জনাব হাসনাত আহমেদ এবং ইকনোমিক কাউন্সেলর জনাব সারোয়ার আহমেদ সালেহীন। এরপর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ এর ভাষণ এর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা পর্বে দূতাবাসের ইকনোমিক কাউন্সেলর জনাব সারোয়ার আহমেদ সালেহীন ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ এর ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের এর ভাষণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মাত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরের কথা তুলে ধরেন। তিনি নব প্রজন্মের কাছে আরো বেশি করে এ ঐতিহাসিক ভাষণ গাঠচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মো: আব্দুল হাই তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ বীর মুক্তিযোৢা এবং ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট এ শাহাদত বরণকারী বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শুক্রা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ এর ভাষণের প্রেক্ষাপট, বিশেষত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া, তিনি ভাষণটির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব, ভাষণে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দর্শন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণে উপজীব্য দর্শনকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালির অগ্রযাত্রা দেশকে সহসাই স্মার্ট বাংলাদেশ-এ রূপান্তর করবে।

অনুষ্ঠানটি সম্প্রাণ করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর এবং দূতালয় প্রধান জনাব মোঃ মাসুমুর রহমান।

